STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

ডিসেম্বর ২০১৭
নবপর্যায় ৫৬
মূল্য ১০ টাকা

ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখছেন সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত

ছবি: পরিষদ বার্তা

ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক দু'টি প্রশ্ন রাখার অভিযোগে পরীক্ষা কার্যক্রমে ১০ বছরের জন্যে নিষিদ্ধ দুই শিক্ষক অনুষদের ডীন অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান এবং চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জিল্লুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

গত ৮ ডিসেম্বর সকালে ঢাকার শহীদ তাজুল মিলনায়তনে পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং আগামি সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্থাপিত ৫-দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকার, রাজনৈতিক দল ও জোট এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সভায় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার ৭-দফা এবং সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৫-দফা দাবিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন হিউবার্ট গোমেজ। সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর এর উপর আলোচনা করেন ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, সাংসদ পঞ্চানন বিশ্বাস, সাংসদ পংকজ নাথ, বাসুদেব ধর, ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকার, মিলন কান্তি দত্ত, এ্যাড. প্রিয় রঞ্জন দত্ত, গৌতম কুমার সাহা (পিরোজপুর), এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী (চট্টগ্রাম দক্ষিণ), বিশ্বজিৎ সাধু (সাতক্ষীরা), অধ্যাপক সুব্রত রায় মানিক (নেত্রকোনা), এ্যাড. বিকাশ রায় (ময়মনসিংহ), শুকদেব নাথ তপন (ফেনী), যোগানন্দ অধিকারী (নীলফামারী), এ্যাড. প্রশান্ত দাশ (ময়মনসিংহ মহানগর), রমেন বণিক (জামালপুর), এ্যাড. বিনয় কৃষ্ণ দাশ (নোয়াখালী), দীপক ঘোষ (সুনামগঞ্জ), প্রদীপ দাশ (ঢাকা জেলা), দিলীপ রায় (চাপাইনবাবগঞ্জ), ডঃ আনন্দ বাউল (ঢাকা জেলা), প্রিয় জ্যোতি কুণ্ডু (পাবনা), এ্যাড. স্বরাজ বিশ্বাস (হবিগঞ্জ), চিত্ত রঞ্জন সাহা (নওগাঁ), দিলীপ নাগ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), এ্যাড. ক্ষিতীশ দেবনাথ (কিশোরগঞ্জ), এ্যাড. অজয় চক্রবর্তী (মুন্সীগঞ্জ), সুব্রত সরকার (বরিশাল), নরেশ সরকার (রংপুর), এ্যাড. রতন লাল ভৌমিক (লক্ষ্মীপুর), এ্যাড. প্রিয় দত্ত, দীপক কুমার রায় (ঠাকুরগাঁও), প্রদীপ কুমার দেব (সিলেট মহানগর), আশু

পৃষ্ঠা ২

সাম্প্রদায়িকতা রুখতে ঘুরে দাঁড়াও বাংলাদেশ

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

'দ্বিজাতি' তত্ত্বের পাকিস্তানি ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে তালাক দিয়ে বহু সংগ্রামের পর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, মা বোনের সম্ভ্রমের মূল্যে, বীরত্বপূর্ণ রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এই দেশের মানুষ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে মূলনীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় চারটি রাষ্ট্রীয় স্তম্ভ- জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ঘটনাটি ছিল মুক্তিযুদ্ধে জয়ী বাংলাদেশ হত্যার নামান্তর। মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত দেশী-বিদেশী বৈরী শক্তিরা পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে এভাবে সমর্থ হয়। ক্ষমতার পটপরিবর্তন এনে দেশের সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে পাকিস্তানি ধারায় প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়। বিশেষভাবে উক্ত পরিবর্তনের সুফল - ভোগী জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ৪ নীতি বদল, স্বাধীনতাবিরোধী দল ও নেতাদের পুনর্বাসন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, বঙ্গবন্ধু ও ৪ জাতীয় নেতার হত্যাকারীদের পুনর্বাসন করেন।

এই অপশক্তি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য 'দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে' এবং সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে বসানো হয় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হইবে যাবতীয়

পৃষ্ঠা ৫

কবে যে আঁধার কাটবে!

অজয় দাশগুপ্ত

বরিশালের গৌরনদী উপজেলায় শিক্ষার্থীদের সরকারি বৃত্তির জন্য তালিকা তৈরিতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে– এমন গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে উপজেলা শিক্ষা অফিসে যে তালিকা গেছে, সেখানে কোনো সমস্যা নেই। বিভিন্ন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেধা, পরিবারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীদের নাম প্রেরণ করেছে। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকায় দেখা গেল সব বিদ্যালয় যত নাম পাঠিয়েছিল তার সবটা রাখা হয়নি, কিছু নাম কাটা গেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যে সব নাম কাটা গেছে তার বেশির ভাগ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। যিনি বা যারা নাম কেটেছেন, মেধাক্রম অনুসরণ করা হয়নি। এমনকি এক, দুই নম্বরে থাকা ছাত্র বা ছাত্রীর নামও বাদ গেছে। এ নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অভিযোগ ওঠে। জনপ্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ হন। শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত হয়। তদন্ত কাজে বরিশাল থেকে যে প্রতিনিধি দল যায়, তাদের কাছে যেন শিক্ষকরা যেন প্রতিকার চাইতে না পারেন, সেজন্য অপচেষ্টা চলে।

পৃষ্ঠা ৫

ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে মির্জা ফখরুল

সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার সুনিশ্চিত করতে রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তোলা জরুরি

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, গণতন্ত্রের স্বার্থে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার সুনিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তোলা সময়ের দাবিতে পরিণত হয়েছে। তিনি এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর উপর জোর চাপ অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি দুঃখ করে বলেন, পাকিস্তানি আমলেও রাজনীতির মাঠে যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ছিল তা অনেকাংশে আজ হারিয়ে গেছে। সমাজে সুস্থতা নেই বললেই চলে। অতীতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ তেমন করে আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজনীতি রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে ক্রমশঃ অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজের এ অধোগতির জন্যে তিনি বলেন, জনগণ দায়ী নয়। আমরা রাজনীতিবিদরা দায়ী।

এ থেকে উত্তরণের জন্যে আলোচনার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করে মির্জা আলমগীর বলেন, রাজনীতিবিদরা কাছাকাছি এলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এবং তা করা প্রয়োজন জাতীয় স্বার্থে।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ধারাবাহিক বৈঠকের অংশ হিসেবে গত ৬ ডিসেম্বর বিএনপি মহাসচিবের উত্তরার বাসভবনে তাঁর সাথে মতবিনিময়ে অংশ নেন ঐক্য পরিষদের প্রতিনিধিদল। এ দলে ছিলেন হিউবার্ট গোমেজ, এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, কাজল দেবনাথ, সুব্রত চৌধুরী, ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকার, সঞ্জীব দ্রং ও জয়ন্ত দেব।

মত বিনিময়ের শুরুতে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় আর ৯০-এর তিন জোটের

পৃষ্ঠা ২

দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রঞ্জন দাশ (মৌলভীবাজার), এ্যাড. প্রদীপ ভট্টাচার্য (সিলেট), ইঞ্জিনিয়ার দিব্যেন্দু বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া, প্রিয়া সাহা, এ্যাড. নির্মল মল্লিক (গাজীপুর), ভাস্কর চৌধুরী, (ঢাকা মহানগর দক্ষিণ), চন্দন রায় (কুমিল্লা), সাংবাদিক রাহুল রাহা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন এ্যাড. শ্যামল কুমার রায় ও রবীন্দ্র নাথ বসু।

সভায় সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ছাড়াও দেশে বিরাজমান পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অবস্থা এবং বিভিন্নস্থানে সংখ্যালঘুদের ওপরে হামলা নিয়ে প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন।

সভার কার্য বিবরণী

৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখ শুক্রবার সকাল ১০.৩০টায় ঢাকার শহীদ তাজুল মিলনায়তনে সংগঠনের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হক ও সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি রণজিত কুমার চৌধুরীর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উপস্থাপনের পর এক মিনিট দাঁড়িয়ে তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অতঃপর সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উত্থাপন করেন।

সভায় বিসিসিএম (বাংলাদেশ কান্ট্রি কো-অর্ডিনেশন মেকানিজম)-র রিপোর্ট উত্থাপন করেন যৌথভাবে দেবাশিস নাগ ও মিলন কান্তি দত্ত। বিকেল ৪.৩০টা পর্যন্ত এ সভা চলে। বিস্তারিত আলাপ-আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তাবলী গৃহীত হয়-

১. এই সভা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করছে।

২. এই সভা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক দু'টি প্রশ্ন রাখার অভিযোগে পরীক্ষা কার্যক্রমে ১০ বছরের জন্যে নিষিদ্ধ দুই শিক্ষক অনুষদের ডীন অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান এবং চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জিল্লুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে।

৩. এই সভা সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার ৭ দফা এবং সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৫ দফা দাবিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে-

ক) আগামি ২০১৮ সনের ১২ জানুয়ারি শুক্রবার ঢাকার সিরডাপ অডিটোরিয়ামে ৭ ও ৫ দফা দাবি নিয়ে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সমন্বয় কমিটির সঙ্গে যুক্ত সকল সংগঠন, সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সামরিক-বেসামরিক আমলা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে জাতীয় সংখ্যালঘু কনভেনশন-র আয়োজন করা হবে।

খ) আগামি ১৬ বা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শুক্রবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সমন্বয় কমিটিযুক্ত সকল সংগঠন ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের সংখ্যালঘুদের নিয়ে একটি বড় ধরণের সমাবেশ করা হবে।

গ) আগামি ১৫ বা ২২ মার্চ, ২০১৮ তারিখ বৃহস্পতিবার জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একই দাবিতে গোলটেবিল সংলাপের আয়োজন করা হবে।

ঘ) আগামি ২৭ জানুয়ারি ২০১৮ শনিবার চট্টগ্রাম সদরে, ২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার ময়মনসিংহ সদরে, ১০ মার্চ শনিবার খুলনা সদরে, ৩১ মার্চ শনিবার রাজশাহী সদরে, ১৪ এপ্রিল শনিবার রংপুর সদরে, ২৮ এপ্রিল শনিবার বরিশাল সদরে, ১২ মে শনিবার সিলেট সদরে এবং ১ জুন শুক্রবার ঢাকা সদরে, বিভাগীয় সমাবেশের আয়োজন করা হবে। এসব সমাবেশ অনুষ্ঠানের আগে প্রতিটি বিভাগের জেলা কমিটিসমূহ সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ১৬ নম্বর ধারানুযায়ী বিভাগের অধীনস্থ সকল সাংগঠনিক জেলা ও মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সমন্বয়ে বিভাগীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করে সমাবেশকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে বিভাগীয় সদরের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিভাগীয় সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সমন্বয় কমিটি গঠনে বিভাগের সকল জেলা ও মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করবেন।

ঙ) আগামি অক্টোবর মাসের সুবিধামতো সময়ে বা জাতীয় নির্বাচনের অন্যুন ৩ মাস আগে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বা এমনতরো অন্য কোন স্থানে তৎকালীন বিদ্যামান সংখ্যালঘু পরিস্থিতি সামনে রেখে মহাসমাবেশের আয়োজন; প্রতিটি সমাবেশ ও মহাসমাবেশে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সমন্বয় কমিটির অঙ্গ সংগঠন ছাড়াও সাধারণ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে যত বেশী সম্ভব সম্পৃক্ত করা হবে।

চ) সামনের বছরব্যাপী মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা ও মহানগর কমিটির সম্মেলন আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সারা দেশব্যাপী সাংগঠনিক সফর করবেন।

৪. এই সভা ময়মনসিংহ শহরের পাটগুদাম এলাকার মন্দির ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়ার জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি এ মন্দির পুনঃস্থাপনের জোর দাবি জানাচ্ছি।

৫. এই সভা আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিটি জেলার গঠিতব্য নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কমিটিতে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছে।

৬. এই সভা এফবিও কন্সটিটিউয়েন্সি প্রতিনিধি হিসেবে বিসিসিএম এর বিকল্প সদস্য পদে দায়িত্বপালনরত সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মিলন কান্তি দত্তের বিসিসিএম এর অধীনে Oversight Committee ও Procurement Committee এর ২০১৭- ১৯ সনের জন্য অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং BCCM, Oversight Committee, Procurement Committee সভায় উভয় সদস্যের নিয়মিত অংশগ্রহণ করে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করায় সন্তোষ প্রকাশ করছে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এ সভা Global Fund এর অর্থায়নে বাংলাদেশে এইচ, Malaria ও HIV/AIDS নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে নেয়ায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানায়। এ সভা মায়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করা রোহিঙ্গাদের মাঝে HIV/AIDS রোগের প্রকোপে উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ যেন HIV/AIDS সংক্রান্ত রোগের ক্ষেত্রে অধিকরত ঝুঁকির সম্মুখিন না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন মনে করছে। পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য সেবায় অতিরিক্ত শ্রম ব্যয়ের ফলে Global Fund এর অর্থায়নে পরিচালিত কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় যে ব্যাপারেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন বলে মনে করে। এ সভা HBCOP এর সুপারিশ BCCM এবং ৯১তম সভায় Agenda ৪(ফ) তে অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্টদের বাস্তবায়নের সুপারিশ করায় বিসিসিএম কে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

বৃহস্পতিবার জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একই দাবিতে গোলটেবিল সংলাপের আয়োজন করা।

৪. আগামি ২৭ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ শনিবার চট্টগ্রাম সদরে বিভাগীয় সমাবেশ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ শনিবার ময়মনসিংহ সদরে বিভাগীয় সমাবেশ, ১০ মার্চ, ২০১৮ তারিখ শনিবার খুলনা সদরে বিভাগীয় সমাবেশ, ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখ শনিবার রাজশাহী সদরে বিভাগীয় সমাবেশ, ১৪ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ শনিবার রংপুর সদরে বিভাগীয় সমাবেশ, ২৮ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ শনিবার বরিশাল সদরে বিভাগীয় সমাবেশ, ১২ মে, ২০১৮ তারিখ শনিবার সিলেট সদরে বিভাগীয় সমাবেশ এবং ১ জুন, ২০১৮ তারিখ শুক্রবার ঢাকায় বিভাগীয় সমাবেশের আয়োজন করা। এসব সমাবেশ অনুষ্ঠানের আগে প্রতিটি বিভাগের জেলা কমিটিসমূহ সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ১৬ নম্বর ধারানুযায়ী বিভাগের অধিনস্থ সকল সাংগঠনিক জেলা ও মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সমন্বয়ে বিভাগীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করে সমাবেশকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভাগীয় সদরের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিভাগীয় সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন এবং সমন্বয় কমিটি গঠনে বিভাগের সকল জেলা ও মহানগর কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করবেন।

৫. আগামি অক্টোবর মাসের সুবিধামতো সময়ে ঢাকায় সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান বা এমনতরো অন্যকোন স্থানে তৎকালীন বিদ্যমান সংখ্যালঘু পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মহাসমাবেশের আয়োজন করা। প্রতিটি সমাবেশ ও মহাসমাবেশে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সমন্বয় কমিটির অন্তর্ভূক্ত সকল সংগঠন ছাড়াও সাধারণ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে যতবেশী সম্ভব সম্পৃক্ত করা।

৬. সামনের বছরব্যাপী মেয়াদোত্তীর্ন জেলা ও মহানগর কমিটির সম্মেলন আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সারা দেশব্যাপী সাংগঠনিক সফর করা।

প্রিয় বন্ধুগণ,

দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে আপনারা সাধারণ সম্পাদকের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন শুনেছেন। এ জন্যে আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আশা করি, এ প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত আজকের এ বর্ধিত সভায় আপনারা গ্রহণ করবেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

ধন্যবাদান্তে-

রানা দাশগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক

সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার সুনিশ্চিত করতে রাজনৈতিক ঐক্যমত্য গড়ে তোলা জরুরি

প্রথম পৃষ্ঠার

রূপরেখার আলোকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি যদি পরিচালিত হতো তবে দেশ ও জাতি গণতন্ত্র, প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে অনেক দূর এগুতে পারতো। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থে, গোষ্ঠীস্বার্থে, রাজনৈতিক স্বার্থে রাজনীতিতে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের ব্যবহারের ফলে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ সমাজের তৃণমূলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এতে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুরা অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ সংকট থেকে উত্তরণে ৭ দফা ও আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৫-দফা দাবি সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে এর সমাধানে জাতীয় ঐক্যমত্য গড়ে তোলার জন্যে এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বিএনপি মহাসচিবের প্রতি আহবান জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ, অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র, অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির ভিত্তিতেই দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হতে পারে, অন্যথায় নয়।

তিনি বলেন, সাম্য, মমতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতিশ্রুতি ১৯৭১-র ১০ এপ্রিল ঘোষিত ইশতেহার থেকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি অনেকটা পথ হারিয়েছে বলে আজ আমরা সংখ্যালঘুরা অস্তিত্বের সংকটে পড়েছি। ১৯৪৭-র ৩০.১%, ৭০-র ২১% আজ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবানুযায়ী ২০১১ সালে ৯.৭%-এ নেমে এসেছে। এ পরিসংখ্যান যদি সত্যি হয়, তবে ধরে নিতে হবে বিদ্যমান রাষ্ট্র ও রাজনীতি অব্যাহত থাকলে, ডঃ আবুল বারকাতের গবেষণা অনুযায়ী আগামি দু'দশকে দেশ সংখ্যালঘুশূন্য হয়ে পড়বে।

এ্যাড. দাশগুপ্ত বলেন, দুই মাসে সেই বাংলাদেশে, ৭০ সালে ২১% সংখ্যালঘুর ৯.৭% এ নেমে আসে তাতে প্রশ্ন জাগে এই বাংলাদেশের জন্য কি আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।

এ বিষণ্নতার মুখে সংখ্যালঘুরা অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। এ সংকট থেকে উত্তরণে এবং সম-অধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে বাধ্য হয়ে '৪৭ পরবর্তীতে ৭০ বছরে প্রথমবারের মতো ২০১৫ সালের ৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষাধিক সংখ্যালঘু লোকের মহাসমাবেশকে ঐতিহাসিক ৭ দফা গৃহীত হয়। এ দাবি নিয়ে আমরা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের নেতাদের সাথে মত বিনিময় করেছি। এর আগে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য জেনারেল মাহবুব-উর রহমান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমানের সাথে কথা বলেছি।

তিনি আরও বলেন, সামনে নির্বাচন। আমরা ঘরপোড়া গরু। সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পাই। ১৯৯০ সালের পর থেকে আজতক নির্বাচনের পূর্বাপর সময় ছাড়াও নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আমরা ভয়ার্ত শংকিত। এমনি এক পরিবেশে নির্বাচনকে সামনে রেখে অস্তিত্ব রক্ষায় সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চা গঠন করেছি, আপাতত ১৯টি ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনকে সমন্বিত করে।

আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কেউ ভাবেন আমরা ভোটব্যাংক, কেউ ভাবেন আমরা আপদ, কেউ ভাবেন ওরা চলে গেলে দেশ বাঁচবে, ধর্ম বাঁচবে। সবাই আমাদের সংখ্যালঘু হিসেবে দেখতে চায়। কিন্তু আমরা বলি, পাকিস্তানে আমলের মতো সংখ্যালঘু হিসেবে বেঁচে থাকার জন্যে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করি নি, মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগ করিনি। ধর্মীয় পরিচয়ে লোক গণনার কারণে আমরা ধর্মীয় বা জাতিগত সংখ্যালঘু অবশ্যই কিন্তু সংখ্যালঘু নই। প্রকৃত দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নাগরিকের মর্যাদায় স্বদেশে সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার নিয়ে বসবাস করতে চাই।

আন্তরিক সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি মহাসচিব এ ধরনের আলোচনা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

শোক সংবাদ

॥ নওগাঁ প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নওগাঁ জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব রঞ্জন বসাকের মাতৃদেবী মহামায়া বসাক গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বিকাল ৪.১৭ মিঃ পরলোক গমন করেছেন (দিব্যান লোকান সগচ্ছতুঃ)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। রাতে নওগাঁ মহাশশ্মানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা, উপজেলা ও পৌর কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, ভাই ও বোনেরা,
আপনারা সবাই আমার সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও অভিবাদন গ্রহণ করুন।

চলতি বছরের ৭ ও ৮ এপ্রিল শুক্রবার ও শনিবার ঢাকার ঐতিহাসিক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত সংগঠনের নবম জাতীয় সম্মেলনের সফল সমাপ্তির পর নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভা আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সময়ের বিবেচনায় এ সভা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। কেননা, এমনি এক সময়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন দেশবাসী বিগত নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে রংপুরের গঙ্গাছড়ার ঠাকুরপল্লী ও ফরিদপুরের সদর উপজেলায় পূর্বেকার মতোই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর হামলা প্রত্যক্ষ করেছে, আবার অন্যদিকে সামনের বছর নির্বাচনী বছর হিসেবে গোটা দেশ ও জাতি অতিক্রান্ত করতে যাচ্ছে। ফেসবুক, ব্লগ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উস্কানিমূলক বক্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে সারা দেশে ধর্মান্ধ, মৌলবাদী শক্তির আস্ফালন অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে স্থাপিত ভাস্কর্যকে 'মূর্তি' অভিধায় তা অপসারণের দাবি তুলে সারা দেশে উপাসনালয়ে হামলা, মূর্তি ভাংচুর ও বিগ্রহ চুরি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামালসহ মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচারে নিয়ত হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তাঁদের কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস চলছে। ধর্ম অবমাননার কল্পিত অভিযোগে তথ্য প্রযুক্তি আইনে অসহায় সংখ্যালঘুদের মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে অহেতুক হয়রানী ও সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তৃণমূলে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষক শ্যামল ভক্তের উপর নিগৃহণের কথা আমরা ভুলিনি। রাঙ্গামাটির লংগদুর পাহাড়ি জনপদের বসতভিটিতে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও বাস্তুচ্যুতির ঘটনা আপামর দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। কেন জানি মনে হয়, ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার রাজনীতি ক্রমশঃই পশ্চাদপসারণ করছে। বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতির ইতিহাস নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় ষ্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী রিয়াজ। Bangladesh: A Political History Since Independence নামে তাঁর একটি গবেষণাগ্রন্থ বেরিয়েছে ২০১৬ সালের শেষ দিকে। লন্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে একযোগে এটি প্রকাশ করেছে 'আইবি টরিস' নামের একটি প্রকাশনা সংস্থা। তিনি তাঁর এ বইতে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম ৪২ বছরে দেশটির রাজনৈতিক দৃশ্যপট তিনটি আঙ্গিকে ডানপন্থার দিকে ঝুঁকেছে। প্রথমত, নতুন নতুন রক্ষণশীল দলের জন্ম হয়েছে, দ্বিতীয়ত, বামপন্থী দলগুলো ক্রমেই দুর্বল হয়েছে এবং তৃতীয়ত, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করছে। তাঁর মূল্যায়নে বাংলাদেশে এখন যে ব্যবস্থা চলছে তা হচ্ছে, দো-আঁশলা গণতন্ত্র, ইংরেজিতে হাইব্রীড ডেমোক্রেসি। সেই গণতন্ত্রে দ্বি-দলীয় নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব যে বাড়বে তাতে আর বিস্ময় কি?' এমনি এক পরিস্থিতিতে গত ২৯ নভেম্বর থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে জাতিসংঘের Prevention of Genocide Office আয়োজিত Fostering on Inclusive Society in South Asia শীর্ষক দু'দিনব্যাপী বৈঠকের প্রথম দিন স্থানীয় এক হোটেলে এর উদ্বোধনী ভাষণে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী জেনারেল আদাম দিয়েম নানান কথার মধ্যে বলেছেন, 'বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশে সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া চলছে।' এ প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আগামি দিনের সাংগঠনিক ভিতকে অধিকতর সম্প্রসারিত করা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলা জোরদার করে সাংগঠনিক কর্মকান্ডকে সুসংহত করা, সামনের নির্বাচনী বছরের দিনগুলোকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মসূচি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আজকের এ মুহূর্তে আশু কর্তব্য বলেই মনে করি।

প্রিয় বন্ধুগণ,
সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রথম তিন মাসের মধ্যে অর্থাৎ চলতি বছরের ১৬ জুন সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তাবলীর আলোকে সাংগঠনিক কর্মসূচি নির্ধারণ ছাড়াও বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরী, বরিশাল, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ, নাটোর, বরগুনা, কক্সবাজারে বর্ধিত সভা ছাড়াও পিরোজপুর, রাজবাড়ীতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীকাল ৯ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ ও ৩০ ডিসেম্বর লক্ষ্মীপুরের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য রয়েছে। এছাড়া রাঙামাটির লংগদু, রংপুরের গঙ্গাছড়ার ঠাকুরপাড়ার সাম্প্রদায়িক সহিংসতা কবলিত এলাকায় সফর ছাড়াও দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। কক্সবাজারের কুতুপালং-এ আশ্রয়রত রোহিঙ্গাদের পাশেও আমরা শত সীমাবদ্ধতা সত্বেও দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। আগামি ১৯ জানুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখ শুক্রবার ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের জাতীয় ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। যে সকল জেলা ও মহানগরে অদ্যাবধি সংগঠনের অঙ্গসংগঠন মহিলা ঐক্য পরিষদের শাখা কমিটি গঠিত হয়নি, সেইসব সাংগঠনিক এলাকায় দ্রুত কমিটি গঠন করা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহিলা ঐক্য পরিষদের জাতীয় সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি এ মর্মে আশা প্রকাশ করে যে, সামনের সম্মেলনে প্রতিটি জেলা ও মহানগর কমিটি থেকে অন্যূন ৫ জন, সর্বোচ্চ ১০ জন মহিলা প্রতিনিধি এতে উপস্থিত থাকবেন। বাংলাদেশ ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ আইনজীবী ঐক্য পরিষদের জাতীয় সম্মেলন আয়োজনের প্রক্রিয়াও চলছে। এছাড়া অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনসমূহের কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,
চলতি বছরের ২০ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে সংগঠনের ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন- রাজনীতিবিদ পংকজ ভট্টাচার্য, সাংবাদিক জনাব শাহ্‌রিয়ার কবীর, অধ্যাপক মেজবাহ্ কামাল, সাংবাদিক শ্যামল দত্ত। পবিত্র ধর্ম ইসলামকে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে অগণতান্ত্রিকভাবে সংযোজনের পর থেকে সংগঠন প্রতিবছর ৯ জুনকে 'কালো দিবস' হিসেবে পালন করছে। এবারেও তার অন্যথা হয় নি। এ উপলক্ষে সংগঠন কার্যালয়ে ঐ দিন এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩০ আগষ্ট ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বেলারুশিয়ার কনসাল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী-শিল্পপতি অপহৃত অনিরুদ্ধ রায়কে উদ্ধারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করেছি। আপনারা জেনে খুশি হবেন, প্রায় আড়াই মাস পর অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে ইতিমধ্যে তিনি তার বাড়িতে ফিরে এসেছেন। মহাত্মা গান্ধীর ১৪৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২রা অক্টোবর সংগঠন কার্যালয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় গান্ধী আশ্রমের বেহাত হওয়া জমি উদ্ধারের জোর দাবি জানানো হয়েছে। গত ১২ অক্টোবর সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাংশের নানান সাম্প্রদায়িক বক্তব্য, মন্তব্য ও উক্তির বিরোধিতা করে আমরা সংবাদ সম্মেলন করেছি। আমরা বলেছি, এ ধরণের বক্তব্য সংখ্যালঘু জনমনে নেতিবাচক বার্তা দিচ্ছে। রংপুর ও ফরিদপুরে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে দেশব্যাপী কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে গত ১৪ নভেম্বর মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর সাতক্ষীরার সদর উপজেলার আগড়দারি ইউনিয়নের চুপরিয়া গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক গৃহবধূর দু'পা গাছের সঙ্গে ও পিঠমোড়া দিয়ে দু'হাত বেঁধে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়। এমনকি তার সামাজিক সম্মান নষ্ট করার জন্যে মাথার চুলও কেটে নেয়া হয়। সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গৃহবধূ ও স্থানীয় দলিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে তাদের অবস্থান ঘোষণা করেন। এছাড়া নড়াইলের সোরপুর সদর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সড়াইল, জয়পুরহাটের সদর, নরসিংদী ও বরগুনায় সাম্প্রদায়িক হামলা কবলিত এলাকাও নেতৃবৃন্দ পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, হামলার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি নিশ্চিতকরণের জোর দাবি জানান।

প্রিয় বন্ধুগণ,
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে গত ২রা আগষ্ট আইনমন্ত্রী জনাব এ্যাডভোকেট আনিসুল হক এম.পি'র সাথে সচিবালয়স্থ তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড়ঘন্টা স্থায়ী এ বৈঠকে মাঠপর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর অসাধু তৎপরতা ও অনিয়ম প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়াকে জটিল থেকে জটিলতর করছে বলে অভিযোগ তুলে বলা হয়, কখনও কখনও তা হচ্ছে আইন ও আদালতের রায়কে উপেক্ষা করে। বৈঠকে আরো বলা হয়, প্রায় প্রতিটি জেলায় আইনে বর্ণিত 'ক' তালিকায় উল্লেখিত সম্পত্তির ব্যাপারে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালে স্তুপীকৃত প্রায় দু'লক্ষ আবেদন শুনানী ও নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। বেশিরভাগ জেলাতেই সরকারী কৌঁসুলীদের জবাব দেয়ার নামে অহেতুক বছরব্যাপী কালক্ষেপণ এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। বেশ কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে। এর ফলে আবেদন নিষ্পত্তি ও বিচার বিলম্বিত হচ্ছে। সর্বশেষ সংশোধনীর চার বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হলেও হাজারো আবেদনের এখনো শুনানীর কোন তারিখ ধার্য হয়নি। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, পাবনা, গোপালগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, যশোহর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, ঝালকাঠি, চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মেহেরপুরসহ প্রায় প্রতিটি জেলা থেকেই এই ধরণের অভিযোগ পেয়েছি, পাচ্ছি। এছাড়া দেশের অনেক সাব-রেজিস্ট্রার অফিস থেকে জমির দলিলপত্রের নকল সরবরাহের ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব, ঘুষ, দুর্নীতি ও হয়রানীর অভিযোগ ভূক্তভোগী সূত্রে আমরা জেনেছি। আমাদের জানামতে 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে দায়েরকৃত আবেদনের মধ্যে এ পর্যন্ত ৫% ভাগেরও কম আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে। এ ভাবে আবেদন নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলতে থাকলে ভুক্তভোগীদের আইনানুযায়ী সুফল পাওয়ার জন্যে আরো অর্ধশত বছরেরও বেশি অপেক্ষা করতে হবে। এহেন পরিস্থিতি ভুক্তভোগীদের সর্বস্বান্ত করবে। এতদ্ব্যতীত ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের পরিপোষকে আইনানুগভাবে ভুক্তভোগীদের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে সম্মানিত জেলা প্রশাসকরা দুঃখজনকভাবে অজানা কারণে আইন ও বিচার বিভাগের প্রতি বৃদ্ধাংগুষ্ঠি প্রদর্শন করে চলেছেন। রীট করার কথা বলে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে তাঁদের ইচ্ছাকৃত গড়িমসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সদিচ্ছাকে ম্লান করে দিচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে উদ্ভুত সমস্যাবলীর নিরসনে মন্ত্রীর সদয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে বলা হয় এবং নিম্নোক্ত দাবিসমূহ তাঁর কাছে উপস্থাপন করা হয়। এসব দাবির মধ্যে রয়েছে- (১) 'ক' তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালে সরকারী কৌঁসুলীদের লিখিত জবাব দাখিলের জন্যে মাসের পর মাস অহেতুক সময়ক্ষেপণ না করার জন্যে নির্দেশনা জারি একান্ত জরুরী। অহেতুক মামলার শুনানী ও নিষ্পত্তি বিলম্বিত করার এ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে আইন মন্ত্রণালয় থেকে সরকারী আইনজীবীদের জন্য বিশেষ নির্দেশনামূলক পরিপত্র জারী করা হোক; (২) যে সকল জেলায় বিপুলসংখ্যক আবেদন শুনানীর অপেক্ষায় রয়েছে সে সকল জেলায় অন্যূন একটি পৃথক সার্বক্ষণিক বিশেষ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ নিষ্পত্তি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা আবশ্যক । তা সম্ভব না হলে প্রতি সপ্তাহে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তির জন্যে নির্দিষ্টসংখ্যক মামলার শুনানীর লক্ষমাত্রা স্থির করে তা কার্যকরের নির্দেশনা জারি করা হোক; (৩) ইতোম্যধ্যে ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত রায় ও সিদ্ধান্তের পরিপোষকে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রীট করার নামে অহেতুক কালক্ষেপণ না করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে এতদসংক্রান্ত আইনে উল্লেখিত ধারায় বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে ভুক্তভোগীদের বরাবরে তা প্রত্যর্পণের নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র জারি করা হোক; (৪) ইতোপূর্বে জেলা জজ ও অতিরিক্ত জেলা জজ সম-মর্যাদাসম্পন্ন ট্রাইব্যুনালের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তির জন্যে বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান দ্রুত কার্যকর করে জনগণের ভোগান্তি দূর করা হোক; (৫) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের abatement clause সংক্রান্ত ১৩ ধারায় ইতোমধ্যে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত বা উচ্চতর আদালতে বিচারাধীন আপীল মামলাসমূহের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের আইনগত অধিকার সংরক্ষণে saving sub-clause সংযুক্তকরে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর উদ্যোগ নেয় হোক; (৬) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে আবেদন দায়েরের ক্ষেত্রে সময়সীমা আরো ৩৬০(তিনশত ষাট) দিনে বর্ধিত করে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর উদ্যোগ নেয়া হোক; (৭) ট্রাইব্যুনালে আবেদন নিষ্পত্তির গতি মাসিক মনিটরিং-র জন্যে মন্ত্রণালয়ে মনিটরিং সেল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হোক; (৮) সাব রেজিস্ট্রার অফিস থেকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের স্বার্থে দলিলের নকল সরবরাহের ক্ষেত্রে অহেতুক বিলম্ব, সময়ক্ষেপণ বা ঘুষ, দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি রোধে মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। বৈঠকে মাননীয় মন্ত্রী তৎপরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে এসব দাবিসমূহ বিবেচনায় নিয়ে পরিপত্র জারির প্রতিশ্রুতি দিলেও, দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। এরই মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথের আদালতে বিচারাধীন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন সংক্রান্ত এক রীটে (রীট আবেদন নম্বর- ৮৯৩২/২০১১, মোহাম্মদ আব্দুল হাই বনাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পক্ষে- সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য) বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ পক্ষভুক্ত হয়ে কতিপয় নির্দেশের প্রার্থনা সম্বলিত এক আবেদন দায়ের করে। এ মামলার শুনানী ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং তা পূর্ণাঙ্গ রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে।

পৃষ্ঠা: ৬

বি চি ন্তা

বাংলাদেশে ধর্মানুভূতির আগুনে পুড়ছে সংখ্যালঘুর কপাল

শিতাংশু গুহ

নাসিরনগর ঘটনার বর্ষপূর্তি হলো রংপুরে। ঘটনা একই, সেই ফেসবুক, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, হাজারো তৌহিদী জনতার হিন্দু বাড়ি আক্রমণ, জ্বালাও-পোড়াও, লুট, শ্লীলতাহানি, এবং আক্রান্তদের আহাজারি। তবে এবার পুলিশের গুলিতে একজন মরেছে। হয়তো পুলিশ হস্তক্ষেপ না করলে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক হতে পারতো। ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার, জুম্মার পর। দেখতে হবে কারা উস্কানি দিয়েছেন ? সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ। ভুয়া ধর্মীয় অনুভূতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ। রোহিঙ্গা ইস্যুতে পুরো বাংলাদেশ এগিয়ে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া ছুটে গিয়েছেন। এবার দেখার পালা রংপুরে সবাই ছুটে যান কিনা? দেশবাসী এই জ্বালাও-পোড়াও এর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে কিনা? ঝাঁপিয়ে না পড়লে বুঝতে হবে, 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'। এটাও বোঝা হয়ে যাবে, রামু, নাসিরনগর বা রংপুর-ই আজকের বাংলাদেশ! কিছু ধর্মান্ধ উগ্রপন্থীর অনুভূতির দৌরাত্মে অন্যরা দেশান্তরী হচ্ছে। হনুমানের লেজের আগুনে লঙ্কা পুড়েছিলো, বাংলাদেশে ধর্মানুভূতির আগুনে পুড়ছে সংখ্যালঘুর কপাল।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু একটি অসহায় নাম। দেশ স্বাধীন, সংখ্যালঘুরা স্বাধীন নন। কারণ, দেশে সবার মাথা, মাথা; কিন্তু সংখ্যালঘুর মাথা অন্যের লাঠি মারার জায়গা। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত শুধু একসম্প্রদায়ের লাগে, অন্যদের তা লাগতে নেই? মিডিয়ায় রংপুরের সংবাদ ও ছবিতে ছয়লাপ। ফটো সাংবাদিক মইনুল হোসেনের তোলা এক বৃদ্ধার আহাজারির ছবিটি হৃদয় বিদারক। পেছনে দাউ দাউ করে বাড়িঘর পুড়ছে, বৃদ্ধা মাথায় হাত দিয়ে বিলাপ করছেন? ফেসবুকে একজন লিখেছেন, মা, মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ হেরে গেছে। নাসিরনগর, রামু, সাঁথিয়া বলে দিচ্ছে এদেশ তোমার নয়। কেন বারবার ধর্মানুভূতির অজুহাতে সংখ্যালঘুর ওপর আক্রমণ হচ্ছে, এ প্রশ্ন অবান্তর। কুমিল্লায় জনৈক হাবিবুর রহমান পবিত্র কোরানের অবমাননা করেছিলো, তার বাড়িঘর কেন পুড়েনি, সেটাও বিবেচ্য নয়। প্রশ্ন হলো, আর কত ঘটনা ঘটলে, দেশবাসী বুঝবেন যে, ধর্মকে ব্যবহার করে এটা একটি লাভজনক ব্যবসা এবং একটি সম্প্রদায়কে দেশ থেকে বিতাড়নের পাঁয়তারা? বব ডিলানের সেই বিখ্যাত গানের অনুকরণে বলা যায়, আর কত বাড়িঘর পুড়লে আমরা বুঝবো যে, সত্যিই হিন্দু কপাল পুড়ছে?

রংপুরের ঘটনার দায় অবশ্যই প্রশাসনের। কিন্তু শুধু সরকারের ওপর দায় চাপিয়ে না দিয়ে রাজনীতিকদের এগিয়ে আসতে হবে। ধর্মানুভূতি নুতন কোন ব্যাধি নয়, এটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে নুতন আঙ্গিকে। সেটা শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত থেকে উত্তম রসরাজ বা এমনতর আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কোনটার সত্যতাই মেলেনি। রংপুরেও মিলবে না, তা যতই তোড়জোড় হোক। বাংলাদেশ আইটি ক্ষেত্রে অনেক এগিয়েছে।

রংপুরের ঘটনার দায় অবশ্যই প্রশাসনের। কিন্তু শুধু সরকারের ওপর দায় চাপিয়ে না দিয়ে রাজনীতিকদের এগিয়ে আসতে হবে। ধর্মানুভূতি নুতন কোন ব্যাধি নয়, এটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে নুতন আঙ্গিকে। সেটা শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত থেকে উত্তম, রসরাজ বা এমনতর আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কোনটার সত্যতাই মেলেনি। রংপুরেও মিলবে না, তা যতই তোড়জোড় হোক। বাংলাদেশ আইটি ক্ষেত্রে অনেক এগিয়েছে। টিটু রায়, অর্থাৎ যে আইডি প্রোফাইল থেকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ উঠেছে সেটা যে ভুয়া তা বের করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। আমাদের স্মার্ট তরুণরা ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে সেটা উদঘাটন করে ফেলেছেন। বর্তমান সরকার ভুলে গেছে, এই আমলে যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে, কোনটারই বিচার হয়নি, পুলিশ হয়তো চার্জশিটই দেয়নি। নাসিরনগরে অভিযুক্তরা সবাই জামিনে মুক্ত। রামু, নন্দীরহাট, অভয়নগর কোনটারই বিচার হয়নি। এমনকি ২০০১-এর অত্যাচারেরও বিচার হয়নি! ছেলেবেলায় দোকানে লেখা দেখতাম, বাকি চাহিয়া লজ্জা দেবেন না। এখন একইভাবে বলা যায়, 'সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিচার চাহিয়া লজ্জা দেবেন না'। ঢাকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, টিটু রায় যাতে ভারতে পালতে না পারে তাই সীমান্তে রেড-এলার্ট জারি করা হয়েছে। সাবাস। এক সামান্য টিটো রায়কে ধরার জন্যে এত তোড়জোড়, অথচ যে হাজারো জনতা মিছিল করে হিন্দুপাড়া আক্রমণ করলো, তাদের বিরুদ্ধে তিনি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা কিন্তু আমরা জানলাম না।

রংপুরে এই ঘটনা ঘটলো ১০ নভেম্বর ২০১৭। অথচ এইদিনে গণতন্ত্রের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলো নূর হোসেন। নূর হোসেন উদাম গায়ে পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লিখে স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলো ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর। পুলিশের গুলিতে ২৬ বছরের তরুণ নূর হোসেন সেদিন নিহত হন। তখন যে সাংবাদিকরা সেখানে ছিলেন তাদের মতে, অন্তত: আমাদের সিটি এডিটর তোজাম্মেল আলী অফিসে এসে বলেছিলেন, 'ঐ লেখার জন্যে তাকে টার্গেট করে হত্যা করা হয়'। রওশন এরশাদ অবশ্য বলেছেন, 'এরশাদ নন, আন্দোলকারীরাই নূর হোসেনকে হত্যা করেছে'। তিনি কারণও বলেছেন, তার মতে, লাশ হলে আন্দোলন জমে। নূর হোসেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্মরণীয় শহীদ। কিন্তু যে গণতন্ত্রের জন্যে নূর হোসেন প্রাণ দিয়েছেন সেই গণতন্ত্র এখনো বাংলাদেশে 'সোনার হরিণ'। গণতন্ত্র থাকলে, এবং সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকলে দেশে বারবার নাসিরনগর-রংপুর ঘটনা ঘটতে পারেনা। বিচারহীনতা এবং প্রশাসনিক উদাসীনতা এজন্যে বহুলাংশে দায়ী। এ ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলছে, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে আর যাই হোক, বড়াই করা চলে না।

শিতাংশু গুহ, কলাম লেখক

রামু থেকে রংপুর

রাখাল চন্দ্র মিত্র

রামু থেকে রংপুর/ মাঝখানের ঘটনাবলী সকলের জানা । অতএব উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। সাম্প্রতিক এই ঘটনাগুলো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশের ললাটে একটি কলংক তিলক এঁকে দিয়েছে যা জাতীয়ভাবে লজ্জার বিষয়। ধারাবাহিকভাবে সংঘটিত ঘটনাগুলোর পটভুমি একই। সেই ফেসবুক পোষ্টিং ও ষ্ট্যাটাস, ধর্ম অবমাননা, ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত ইত্যাদি। অভিযোগ গুরুতর এবং অপরাধমুলক ও শাস্তিযোগ্য নি:সন্দেহে। তবে অবমাননা এবং অনুভুতির একটি সংজ্ঞা থাকা দরকার। না হলে তুচ্ছ অজুহাতে মতলব আলীরা অনুভুতিতে আঘাতের ধুয়া তুলে এরূপ তুলকামাল কান্ড ঘটাতে কসুর করবে না। অন্য দিকে ঈমানের দৃঢ়তা থাকা উচিত। ঈমান এত ঠুনকো হওয়া উচিত নয় যে অন্য কারও সামান্য কথায় বা কাজে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। মনে রাখা দরকার যে, অন্যকে আঘাত করে নিজে শান্তি পাওয়া যায় না। ধর্ম নামক নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে আসলে অবমাননা হয় না বা করা যায় না। ধর্মকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা যায়। ধর্ম প্রতিপালন করা বা প্রতিপালন করা থেকে বিরত থাকা যায়। এটা একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। অন্যের অনুভুতির বিষয় নয় মোটেই।

তার পরেও ধর্ম অবমানার প্রতিকার পাওয়ার আইনী বিধান ফৌজদারী কার্যবিধিতে (সিআরপিসি) বিদ্যমান আছে। সে পথে না গিয়ে আইন ও বিচারের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে অন্যকে আঘাত করা কোন ভাবেই গ্রহণ যোগ্য হতে পারে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ধর্ম অবমাননার ভুয়া অজুহাত তুলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন- নিপীড়ন বাংলাদেশে একটি ফ্যাশন হয়ে দাড়িয়েছে। সাম্রদায়িক সম্প্রীতির সু-প্রাচীন ঐতিহ্য এতে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় আতংকিত বোধ করছে।

ঘটনা ঘটার পর বিভিন্ন মহল থেকে অবশ্য কিছু পিঠচাপড়ানি, আহা-উহু, মলম লাগানোর মত প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। সাথে সাথে নিজেদের দায় এড়াবার লক্ষ্যে অন্যের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হয়। সন্দেহের তীর ছোড়া হয় জামায়াত- শিবিরের দিকে। রংপুরের ক্ষেত্রে সপ্তাহ ব্যাপী ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, প্রচার (মাইকিং) ও প্রস্তুতি সম্পন্ন করে পরিচালিত হামলা নিবারণের জন্য সুযোগ ও সময় থাকা সত্বেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক কোন প্রকার উদ্যেগ নেওয়া হয় নাই। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ (আওয়ামী লীগ, বিএনপি সহ অন্যান্য বামপন্থী দলের) সামাজিক সুশীলজনরা, নির্বাচিত জন প্রতিনিধি, সরকারী প্রশাসন কর্তৃপক্ষ (ইউএনও এবং থানা পুলিশ) কেউই কোনরূপ প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। অবাধে ঘটনাটি ঘটতে দিয়েছেন বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। একটি ঘটনা ঘটলে ঘটনাকারী এবং জেনে বুঝে ঘটনা ঘটতে দেওয়ার অবহেলার জন্য দায়ী উভয়ই সমান অপরাধী। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের দায় এড়াবার সুযোগ নেই। সংখ্যালঘু নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিচারহীনতার উদাহরণ বাংলাদেশের কম নয়। এর থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। ২০০১ সালে নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু বিরোধী সহিংসতার তদন্ত রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও বিচারের কোন উদ্যেগ দেখা যায় নাই। রামু, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নাসির নগর, গোবিন্দগঞ্জ সর্বক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা একই রকম। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সহিংসতা পরবর্তীতে শান্তি- সম্প্রীতির নামে মিছিল সমাবেশ এর মাধ্যমে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আড়ালে পড়ে গেছে বিচার ও অপরাধে জড়িত শাস্তির প্রসংগ। নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্তদের বৈষয়িক সাহায্য মিলেছে ঠিকই কিন্তু অনুভুতিকে মূল্য দেওয়া হয়েছে সামান্যই। প্রকারান্তরে সংখ্যালঘুদের সব কিছু ভুলে থাকতে এবং সহ্য করে যেতে বলা হয়েছে। এভাবে বিচারের বাণী কেঁদেছে নিরবে নিভৃতে।

ঘটনা ঘটার পর বিভিন্ন মহল থেকে অবশ্য কিছু পিঠচাপড়ানি, আহা-উহু, মলম লাগানোর মত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সাথে সাথে নিজেদের দায় এড়াবার লক্ষ্যে অন্যের উপর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হয়। সন্দেহের তীর ছোড়া হয় জামায়াত- শিবিরের দিকে। রংপুরের ক্ষেত্রে সপ্তাহ ব্যাপী ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, প্রচার (মাইকিং) ও প্রস্তুতি সম্পন্ন করে পরিচালিত হামলা নিবারণের জন্য সুযোগ ও সময় থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক কোন প্রকার উদ্যেগ নেওয়া হয় নাই। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ (আওয়ামী লীগ, বিএনপি সহ অন্যান্য বামপন্থী দলের) সামাজিক সুশীলজনরা, নির্বাচিত জন প্রতিনিধি, সরকারী প্রশাসন কর্তৃপক্ষ (ইউএনও এবং থানা পুলিশ) কেউই কোনরূপ প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। অবাধে ঘটনাটি ঘটতে দিয়েছেন বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। একটি ঘটনা ঘটলে ঘটনাকারী এবং জেনে বুঝে ঘটনা ঘটতে দেওয়ার অবহেলার জন্য দায়ী উভয়ই সমান অপরাধী।

মনে রাখা দরকার ধর্মে বাড়াবাড়ি বা জবরদস্তি, ধৈর্যহীনতা, প্রতিবেশিকে কষ্ট দেওয়া কোরআন বা নবীজির শিক্ষা নয়। নবীজির শিক্ষা বর্হিভূত যে কোন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ উম্মতী মোহাম্মদীদের জন্য শুভকর নয়। ধর্মের (ইসলাম) প্রকৃত অবমাননা সেখানেই।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক

সাম্প্রদায়িকতা রুখতে ঘুরে দাঁড়াও বাংলাদেশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কার্যাবলীর ভিত্তি।' এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রামের বদলে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' শব্দগুলো সংবিধানে বসানো হয়। জিয়া কর্তৃক সংবিধানের উক্ত ৫ম সংশোধনীর পর জেনারেল এরশাদ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম অভিহিত করে ৮ম সংশোধনী এনে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে কার্যত: পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক ধারায় প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করেন। এই দুই সংশোধনীর ফলে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সম্বলিত বাংলাদেশী জাতিসত্ত্বা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ফলে মুসলমান ব্যতীত অন্য ধর্মের মানুষদের বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও জাতিসত্ত্বার বাইরে ঠেলে দেয়া হয়। এককথায় ৫ম ও ৮ম সংশোধনী সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী, ন্যায়নীতির বিচারেও অবৈধ।

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে নব্য পাকিস্তানি শাসকচক্র হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে কার্যত; বিরাষ্ট্রীয়করণ ও বিজাতীয়করণ করে তুলেছে। এই পটভূমিতে গড়ে উঠে হিন্দু - বৌদ্ধ - খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ - মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবিচল দৃঢ় ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়েছে এবং ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।

বর্তমান শাসক গোষ্ঠি সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি ফিরিয়ে এনেছে রাষ্ট্রধর্মের হাত ধরে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা কার্যতঃ নির্বাসিত হয়েছে। ১৯৭২ সনের সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে। উপরোক্ত অপকৌশল সংখ্যাগুরুর ধর্মপ্রাণতাকে বিভ্রান্ত করে পক্ষে নেয়া এবং ভোটের অংক বৃদ্ধির এক আত্মঘাতি প্রয়াস - যা মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। এছাড়া ১৯৭২ সনের সংবিধানের জনকল্যাণের বিধান যেমন মানুষের সমমর্যাদা ও সমসুযোগের অধিকার, কাজ ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার প্রভৃতি মানুষের সাধারণ বিকাশের সুযোগের অভাব মানুষের মধ্যে হতাশা নিরাশার জন্ম দেয় আর ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উর্বর জমি উপহার দেয়। আর এ জমিতে চাষ করে দুর্বৃত্তায়িত ও দুর্নীতি কবলিত লুটেরা অর্থনীতি ও রাজনীতি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদয়িক বাংলাদেশ গঠনে প্রধান বাধা মৌলবাদী অর্থনীতি। মৌলবাদের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতাযুক্ত কারখানার নাম জামায়াত। এর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে আছে ২৩১ সংস্থা, ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে। এই সকল প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মুনাফার অংকটি ৫ লক্ষ কোটি টাকা। শিক্ষা - চিকিৎসা - ব্যাংক - রিয়েল এস্টেট, উড়োজাহাজ, সমুদ্রগামী জাহাজ সর্বক্ষেত্রে এরা দখল নিয়েছে। এসব সংস্থায় নিযুক্ত আছে ৫ লক্ষ কর্মী/কর্মচারী- যারা পাকিস্তানিকরণের কাজে যুক্ত। এদের সাথে সহযোগিতায় নেমেছে ১২৫টি জঙ্গী সংগঠন যারা সারা দেশে জঙ্গী হামলা অব্যাহত রেখেছে - কবি - সাংবাদিক - ব্লগার - মুক্তবুদ্ধির মানুষ কেউ রেহাই পাচ্ছে না। বিদেশী, ধর্মীয় নেতা, পুলিশ, সেনাসদস্যদের হত্যা ও হত্যাপ্রচেষ্টা এবং জাতীয় বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বদের জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে নিয়মিত। এককথায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে।

এহেন পাকিস্তানি প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী প্রণোদনার ফল্গুধারা হয়ে উঠেছে ৬০ বছর পূর্বে জারি করা 'শত্রু সম্পত্তি' আইন যার মূলমন্ত্র হিন্দুস্থান মানেই শত্রুস্থান, হিন্দু মানেই শত্রু। এই অমানবিক আইনটি স্বাধীনতার ঘোষণা, স্বাধীনতার চেতনা তথা সংবিধানের পরিপন্থী। এই শত্রু সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি নাম নিয়ে এদেশের হিন্দু - আদিবাসী জনগণের বিরুদ্ধে সদা - শত্রুতা করে চলেছে। ফলে তৈরী হয়েছে এক চিরস্থায়ী বঞ্চনা - চক্র। দীর্ঘ কালব্যাপী গণআন্দোলনের পরিণতিতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থে নতুন আইন হলেও তার প্রয়োগ ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে কায়েমী স্বার্থের সুবিধাভোগী আমলাচক্র। ফলে অব্যাহত আছে লুণ্ঠনের মহাযজ্ঞ। ১৯৬৫-২০০৬ পর্যন্ত ২৭ লক্ষ হিন্দু পরিবারের মধ্যে ১২ লক্ষ হিন্দু পরিবার মোট ২৬ লক্ষ একর জমি হারিয়েছেন যার আনুমানিক মূল্য হবে ৩৫০,৪১২ কোটি টাকা। এই হিসাবে ধরা পড়েছে ১৯৬৪ থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত ১ কোটি সংখ্যালঘু নিরুদ্দেশ। অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত ও তার সঙ্গীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে প্রতিদিন ৬০০ সংখ্যালঘু দেশত্যাগ করে। শাসক গোষ্ঠিদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বরত দলগুলোর এবং আমলাদের একাংশের কাছে এই কালো আইনটি কামধেনু সমতূল্য সঞ্জীবনী। এটি শুধু কালো আইন নয় - চির অশান্তির উৎসস্থলও বটে। এর ফলে সংখ্যালঘুর ভূমি - বসতভিটা, জমি জিরাত, ব্যবসা বাণিজ্য - স্থাবর - অস্থাবর সম্পত্তি ও সম্পদ, ধর্মস্থান, দেবোত্তর, শ্মশান ক্রমাগত দখলদারী আওতায় রয়েছে, ভুক্তভোগীরা নিয়মিত দৈহিক - মানসিক নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের শিকার হচ্ছে - তাদের জবরদস্তিমূলকভাবে দেশত্যাগেও বাধ্য করা হচ্ছে। অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি নিঃস্বকরণের এক নিকৃষ্টতম অমানবিক প্রক্রিয়া - যার পরিণতি বাস্তুচ্যুতি, বাস্তুত্যাগ ও দেশত্যাগ। যারা পবিত্র ধর্মকে স্বার্থের বর্ম বানিয়ে অর্থনৈতিক শক্তি ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের দখল নিতে চায় উগ্র জঙ্গীবাদী ইয়াহিয়ার প্রেতাত্মারা তারা সরকারের মধ্যে সরকার, রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র, জাতীয় অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।

২০০১ নির্বাচনোত্তর ৪৩ জেলায় সংখ্যালঘু ও আদিবাসী এবং প্রতিদ্বন্দ্বি দলের উপর জামায়াত - বিএনপির পাইকারী সিরিয়াল হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ধ্বংসের তান্ডবলীলা চলেছিলো। হাজার হাজার সংখ্যালঘু নরনারী আক্রান্ত,ধর্ষিত -নির্যাতিত - লুণ্ঠিত - ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও একটি ঘটনারও বিচার হয়নি। বিচারহীনতার সংস্কৃতি দুষ্কৃতিকারীদের প্রণোদনা দিয়েছে। ২০১২-১৩-১৪ থেকে অদ্যাবধি সকল সাম্প্রদায়িক হত্যা - ধর্ষণ - লুণ্ঠন - ভিটাবাড়ি - জমি দখলদারীর ক্ষেত্রে এই বিচারহীনতা প্রায়- নিয়মে পরিণত হয়েছে, অব্যাহত রয়েছে দেশত্যাগের হিড়িক। গত ৭ বছরের বেশী সময় ধরে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী ক্ষমতাসীন দলের আমলে জামাত-বিএনপির অনুসরণ করে আওয়ামী লীগের একাংশ একাধিক মন্ত্রী ও তাদের স্বজন, বেশ কয়েকজন এম, পি ধর্মীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি- জমি- জিরাত দখলে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন, এ ঘটনাসমূহের প্রতিবাদ হলে তারা ক্ষতিপূরণ আদায়ের লক্ষ্যে মামলার হুমকি দিচ্ছেন। এই সব ভূমিগ্রাসী মন্ত্রী-এমপিরা এতোই অসহায় যে মামলা করে তাদের মর্যাদা রক্ষা করতে হয়। ফরিদপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, বরগুনা, প্রভৃতি জেলার সাম্প্রতিক ধর্মীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের জমি দখল লুট, অত্যাচার দেশত্যাগের হুমকি অব্যাহত প্রধানত: বঙ্গবন্ধুর মৌখিক অনুসারীদের হাতে। দুঃখজনক এই যে উগ্র সাম্প্রদায়িক চক্রের এই সংখ্যালঘু নির্যাতন-নিপীড়নের কাজে গণতন্ত্রের লেবাসধারী ও মুক্তিযুদ্ধের মৌখিক অনুসারীদের একাংশ, প্রশাসন দূর্গত-বান্ধব না হয়ে দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতি-বান্ধব হয়েছে। এই সবের যোগফল দাঁড়িয়েছে ধর্মীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘুরা অভিশপ্ত এবং রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত-প্রায়।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই যে বাঙালি জাতি এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ পূর্ববঙ্গে অসাম্প্রদায়িকতা, মানবিকতা ও প্রগতিশীলতার সচেতনতা ও জাগরণের জোয়ার এনেছিল সমগ্র পাকিস্তানি আমল জুড়ে, গ্রাম- জনপদ- রাজপথ- শহর- বন্দর- নগর আলোড়িত ও আলোকিত করেছিল, মুক্তিযুদ্ধের ৪৪ বছর পরে বাংলাদেশ কী সে শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে? সারা বাংলাদেশ জুড়ে জেলা- উপজেলা হাটে- বাজারে তৃণমূলে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের প্রচার প্রচারণা সাম্প্রদায়িক জঙ্গীবাদ ও যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু, ভাসানী, মোজ্জাফফর, মনিসিংহ, অমল সেন প্রমুখ জাতীয় নেতাদের বর্তমান অনুসারীরা জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে, মুক্তিযুদ্ধের দেশী বিদেশী শত্রু বিশেষত; জঙ্গীবাদের পিতা-মাতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দেশে দেশে হস্তক্ষেপ, দখলদারী, সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য জঙ্গীবাদকে ঢাল হিসাবে ব্যবহারের বিপদের বিরুদ্ধে জনগণকে সর্তক করার আন্দোলনে দূর্ভাগ্যবশত; তেমন ক্রিয়াশীল নন। এককথায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিসমূহের দেশজুড়ে সক্রিয়তার অভাবের শূন্যতাকে পুঁজি করে নামে বেনামে জামায়াত এবং তাদের শত শত এনজিও, সংস্থা, বিভিন্ন জঙ্গী মৌলবাদী শক্তিসমূহ দেশব্যাপী এক সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ তৈরীতে সদাব্যস্ত, ফলে এলাকায় এলাকায় সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার, বিভ্রান্তি, অসহিষ্ণুতার মুখে অসাম্প্রদায়িক মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী জনগণ বিচ্ছিন্ন ও হতাশার শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। বিচারহীনতার কারণে একের পর এক মুক্তচিন্তার মানুষ- লেখক- প্রকাশক, পুলিশ, বিদেশী, ধর্মযাজক হত্যার ঘটনা ও হত্যার হুমকির তালিকা দীর্ঘতর হওয়া সম্পর্কে জঙ্গী দমন ও শাস্তি বিধানে প্রশাসনের অপারগতা জনগণকে ভীত-আতঙ্কিত করে তুলছে প্রতিনিয়ত। এহেন পরিস্থিতি সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সৃষ্টির অনুকূল- যুদ্ধাপরাধের বিচার বানচালের চক্রান্তের সহায়ক। সংখ্যালঘুদের জীবন- জীবিকা- সম্পদ- সম্ভ্রম- রক্ষার্থে, যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচার ও রায় বাস্তবায়নে জনমত- প্রসার ও জোরদার করে তোলা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাবাহী দল, শক্তি, ব্যক্তি, সামাজিক- সাংস্কৃতিক- শ্রমিক- কৃষক- ছাত্র- যুব- নারী ও পেশাজীবীদের দেশী-বিদেশী চক্রান্ত প্রতিহতে দেশজুড়ে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের মতো। সাম্প্রদায়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়- ধর্মীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু আদিবাসীর অধিকার নিরাপত্তা বিধান ও সম্পদ-সম্পত্তি রক্ষায় প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের অনুসারীদের মতৈক্য ও ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস-প্রচেষ্টা অপরিহার্য। প্রশাসনের অভ্যন্তরে জঙ্গীবাদ, মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার মদতদাতা থাকলে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা জরুরী প্রয়োজন। শুধু প্রশাসনিক শক্তিবলে সাম্প্রদায়িকতা রোখা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিদের ঐক্যবদ্ধ/ সমন্বিত/ যুগপৎ সংগ্রামে অভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্রের বিজয়কে সংহত করতে মরণপন উদ্যোগ নিতে হবে। ধর্মীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের ন্যায্য দাবিসমূহ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অবিলম্বে বাস্তবায়ন, অর্পিত আইনের 'ক' তালিকাভুক্ত জমি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিতে জটিলতা দূর এবং সাম্প্রদায়িক হামলায় হতাহত ও লুণ্ঠনের প্রতিটি ঘটনার দ্রুত বিচার আইনের আওতায় আনা ও বিচার রায় কার্যকরে সুনির্দিষ্ট আইনী পদক্ষেপ আশু দরকার।

একথা মনে রাখতে হবে ধর্মীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের বহুমুখী সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে কেবল মাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবি দাওয়ার আন্দোলন যথেষ্ঠ নয়। সংখ্যালঘু মনস্তত্ব নিয়ে সংখ্যালঘু সমস্যা সংকট দূর করা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের অনুসারী নীতিনিষ্ঠ শক্তিদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নিতে হবে।

একথা সত্য যে, সংখ্যালঘুদের মনে দীর্ঘকাল ধরে সৃষ্ট হতাশা-নিরাশা, অনাস্থা ও নিরাপত্তাহীনতা এবং বিচারহীনতার প্রভাব এতই প্রকট যে কোন একক সমাধান নয়- একগুচ্ছ সমাধান, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য।

১। কুখ্যাত অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল। অর্পিত সম্পত্তি আইনের 'ক' তালিকার জমি প্রকৃত মালিকদের কাছে প্রত্যার্পণে সকল জটিলতার অবসান করতে হবে।

২। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সকল ঘটনার দ্রুত আইনের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সাংবিধানিক ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। উক্ত কমিশনের আওতায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন অবিলম্বে গঠন করে জেলা স্তরে কার্যকর কমিশন গঠন প্রয়োজন।

৪। সংখ্যালঘু বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা জরুরী।

উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ কার্যকর হলেও মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ যথার্থভাবে পুনরুদ্ধার হবে না যদি না (ক) জামায়াত ও জঙ্গী সম্প্রদায় শক্তিকে নির্মূল, সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র নস্যাত, জামায়াত নিষিদ্ধ এবং তার সকল সংস্থাগুলো বাজেয়াপ্ত ও জাতীয়করণ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে আইন করা হয়।

(খ) যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া দ্রুততর করা এবং রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিলম্ব ও দ্বিধাগ্রস্ততা পরিহার করা (গ) শিক্ষা ক্ষেত্রে একই ধরণের অসাম্প্রদায়িক আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গৃহিত হলেও পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে না। আর সে কারণে সর্বোপরি প্রয়োজন রাজনৈতিক -সাংস্কৃতিক - সামাজিক-শিক্ষামূলক বহুমাত্রিক সমন্বিত জাতীয় উদ্যোগ। পৃষ্ঠা ৮

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া না থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবরটি বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভায় সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

গত ১১ সেপ্টেম্বর সকালে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সাথে কমিশন কার্যালয়ে সংগঠনের প্রায় দু'ঘন্টাব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক সহিসতাজনিত পরিস্থিতি উল্লেখে আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ৮দফা দাবি আমাদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছে। মূখ্য নির্বাচন কমিশনার মহোদয় বরাবরে প্রদত্ত এক স্মারকলিপিতে বলা হয়, 'এদেশের দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে তাদের নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে আসন্ন একাদশ সংসদ নির্বাচনে ভোটদানে আগ্রহী। এ প্রেক্ষিতে আমাদের দাবি- (১) সংসদীয় নির্বাচন সর্বসময়ের জন্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার তাগিদে ভারতের নির্বাচন কমিশনের অনুরূপ বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের তাগিদে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে যথাযথ সুপারিশমালা প্রেরণ করা হোক; (২) নির্বাচনী ব্যালটে 'না' ভোটের ব্যবস্থা করা হোক যাতে সংসদকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের নিমিত্তে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহ সতর্ক ভূমিকা পালন করে; (৩) নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হোক; (৪) সকল ধর্মীয় উপাসনালয় যথা- মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গীর্জা নির্বাচনী প্রচারকাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হোক; (৫) ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, বিবৃতি বা এ ধরণের যাবতীয় প্রচারণা বিশেষ ক্ষমতা আইনের 2(f)(iv) 2(f)(vii) ধারায় Prejudicial act বা ক্ষতিকর কার্য হিসেবে অপরাধ গণ্যে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থাসম্বলিত নির্বাচন কমিশন আইনের সংস্কার করা হোক। একই সাথে তাৎক্ষণিকভাবে দায়ী ব্যক্তিদের প্রার্থীতা বাতিলের ব্যবস্থা করা হোক; (৬) নির্বাচনের পূর্বাপর সময়কালে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও আইন-শৃংখলাজনিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের তাগিদে সংখ্যালঘুঅধ্যুষিত এলাকাগুলোকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে পুলিশ, আনসার ইত্যাদি মোতায়েনের পাশাপাশি র‌্যাব, বিডিআর-র নিয়মিত টহলদানের ব্যবস্থা করা হোক; (৭) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংখ্যালঘু নিরাপত্তায় গৃহীত যাবতীয় পদক্ষেপের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকল আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্য, রাজনৈতিক দল ও জোটের নেতৃবৃন্দ, নির্বাচনের প্রার্থীসহ প্রার্থীর সমর্থক সকলকে সম্যকভাবে অবহিত করা হোক। রেডিও, টেলিভিশনে তা জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রচার করা হোক; (৮) নারী সমাজের মতোই দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক দলের কাঠামোতে অন্যূন ২০% সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে সংযোজিত করা হোক; যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে সংসদে সংখ্যালঘুদের জন্যে ৬০টি আসন সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হোক। আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে মূখ্য নির্বাচন কমিশনারসহ সকল কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে ঐক্য পরিষদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ সুশৃংখল নির্বাচনের লক্ষ্যে সুপারিশমালাসম্বলিত যে রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচন কমিশন পেশ করবে তাতে এর ইতিবাচক প্রতিফলন থাকবে।

প্রিয় বন্ধুগণ,

সংগঠনের বিগত এপ্রিল মাসের কাউন্সিল অধিবেশনে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংগঠনসমূহকে সমন্বিত করে একটি বৃহত্তর সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, অস্তিত্বের সংকট থেকে উত্তরণ এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে গত ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষাধিক জনতার মহাসমাবেশে গৃহীত হয় প্রাণের দাবি ৭ দফা, যাতে স্থান পেয়েছে- ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সমমর্যাদা, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ সম্পর্কিত দাবিসমূহ। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ এ সমাবেশের আয়োজন করলেও, আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, উক্ত দাবিসমূহ উত্থাপনকালে তাতে বেশকিছু ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের নেতৃত্বের সায় ছিল। এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চা গঠনের একটি ইঙ্গিত ছিল। আপনারা জেনে খুশি হবেন ইতোমধ্যে ১৯টি সংগঠন নিয়ে সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চা গঠিত হয়েছে যাতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনসমূহের মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরি আশ্রম ট্রাষ্ট, অনুভব, সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন ও হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ। আরো কতিপয় সংগঠন এতে যুক্ত হবার আকাংখা ব্যক্ত করেছে। গত ৪ঠা আগষ্ট শুক্রবার সকাল ১১টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোলটেবিল মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ মোর্চা গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ মোর্চায় ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন। কো-কোর্ডিনেটর হিসেবে রয়েছেন সংগঠনের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ এবং সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজনের সভাপতি সন্তোষ শর্মা। এ মোর্চা সংগঠনের গত কেন্দ্রীয় সম্মেলনে আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে যে ৫ দফা দাবি গৃহীত হয়েছিল তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই আলোকে গত ১৪ সেপ্টেম্বর মোর্চা এ ৫ দফা দাবিতে ঢাকাসহ সারা দেশে জমায়েতশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে এক স্মারকলিপি পেশ করে।

রাজধানী ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে পদযাত্রা বের হয় যা শাহ্‌বাগে পুলিশি বাধার মুখে পড়ে। সেখান থেকে ১৯টি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করে। ৫ দফা দাবিতে রয়েছে- (১) কোন রাজনৈতিক দল বা জোট আগামি সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জড়িত ছিল বা আছে। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে; (২) যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সংখ্যালঘুদের প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অংগীকার ঘোষণা করবে এবং তাদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে; (৩)আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে; (৪) নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, প্যাগোডাসহ সকল ধর্মীয় উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকান্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলসহ অন্যূন তাকে এক বছরের কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে। সকল রাজনৈতিক দল বা জোট এবং যে কোন প্রার্থীকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে এ মর্মে অংগীকার করতে হবে যে, নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর তারা কোন প্রকার সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতন করবে না। যদি কেউ সংগটিত করে বা উদ্যোগ নেয় তবে রাজনৈতিকভাবে তা প্রতিহত করবে ও (৫) নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্যে ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে। গত ৩১ অক্টোবর ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের বিরোধীতা করে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দাবি জানানো হয় এবং তৎপরবর্তীতে ৪ঠা নভেম্বর এরই প্রতিবাদে সারা দেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। গত ০৯ নভেম্বর ঢাকার গুলশান-২ চত্বরে সমবেত হয়ে ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চার নেতৃবৃন্দ মায়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের অনতিবিলম্বে তাদের মাতৃভূমিতে সম-অধিকার ও সম-মর্যাদায় ফিরিয়ে নেয়ার এবং সম্মানজনকভাবে পূনর্বাসনের দাবিতে মায়ানমারের রাষ্ট্রদূত মাই মিনট থানের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে গৃহীত ৭দফা এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গৃহীত ৫দফা নিয়ে এদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে বৈঠকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে আমরা বর্তমান পার্লামেন্টের নেতৃত্বদানকারী সরকারি দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের, বিরোধীদল বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, সাবেক রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, অপর রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র সাধারণ সম্পাদক মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে পৃথক পৃথকভাবে মতবিনিময় করেছি। এ সময়ে এসব দলগুলোর অন্যান্য নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের উত্থাপিত দাবিসমূহের ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত আমরা লক্ষ্য করি নি। তবে, নেতৃবৃন্দের প্রত্যেকেই এসব দাবিতে আন্দোলনকে জোরদার করার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জেনারেল এরশাদ আমাদের সাথে বৈঠকের পর সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়ন, সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে ইতিবাচক বক্তব্য ইতোমধ্যে জাতির সামনে উত্থাপন করেছেন।

প্রিয় বন্ধুগণ,

ঢাকার ইউএনডিপি'র কার্যালয়ে সেভেতলানা গালকিনারের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের জাতিসংঘ প্রতিনিধিদলের সাথে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গত ৩১ জুলাই। বৈঠকে তারা বলেন, বাংলাদেশে নির্বাচন মানেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন উৎসব। গত ২৯ ও ৩০ নভেম্বর থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে জাতিসংঘের গণহত্যা প্রতিরোধ সংক্রান্ত দপ্তর আয়োজিত 'দক্ষিণ এশিয়ায় অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিকাশে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা' শীর্ষক এক বৈঠকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং আমি তাতে অংশ গ্রহণ করি। এ বৈঠকের স্বাগত বক্তব্যে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী আদাম দিয়ান বলেছেন, 'এ অঞ্চলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ধর্মের নামে বৈষম্য, নিগৃহন, নিপীড়ন চলছে। মায়ানমারে রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে এমনতরো অপরাধ চলছে যা আন্তর্জাতিক অপরাধের সমতুল্য। বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশেও সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।' প্রথম দিনের গ্রুপ বৈঠকে আমি অংশ নিয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতি তুলে ধরি। যুক্তরাজ্যের ইন্সটিটিউট ফর লিডারশীপ এন্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের পরিচালক ইফতিদার কারামত চিমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ গ্রুপ বৈঠকে উঠে এসেছে ক্ষমতালাভের জন্যে রাজনীতিবিদদের ধর্মের ব্যবহার, সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্মের বৈপরিত্যমূলক অবস্থান, সংবিধান ও আইনপ্রণেতাদের প্রণীত আইনের বাস্তবায়নে ফারাক, প্রজন্মের ব্যবধান, মহানগর শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক পার্থক্য, অনলাইন ডিজিটালে ভুয়া সংবাদ পরিবেশন ও ধর্মীয় চরমপন্থীদের তা অপব্যবহার, সরকার ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা, শিক্ষায় সংকট, মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, চরমপন্থী ভাবাদর্শ প্রতিরোধে সম্পদ ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাকে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে এসেছে। তবে, এ সমাজ বিকাশে সুবিধার দিকগুলোর মধ্যে চিহ্নিত হয়েছে-বাঙালি জাতির ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস ও সহিষ্ণুতা, চরমপন্থার বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, দেশের সবচেয়ে বড় এক যুবসমাজ, নারী অধিকারে অগ্রগতি, প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ ও ধর্মীয় চিন্তাবিদ, সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের সুযোগ, শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে সমন্বয়তা ও সৃজনশীলতা। গ্রুপ বৈঠকে উঠে এসেছে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদিতা ও চরমপন্থীদের আক্রমণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হিন্দুরা। আগামি ১২ থেকে ১৪ ডিসেম্বর ব্যাংককে দক্ষিণ এশিয়া ফোরাম কর্তৃক 'এ অঞ্চলের সংখ্যালঘুদের সমস্যা' শীর্ষক আরেক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন, এ বৈঠকের একটি অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে আমাকে মনোনীত করা হয়।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ক্রমশই ঘনিয়ে আসছে। এমতরো পরিস্থিতিতে একদিকে সাংগঠনিক কর্মকান্ড জোরদার, অন্যদিকে ৭দফা ও ৫দফা দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ আজ আর খোলা নেয়। এ প্রেক্ষিতে আমার প্রস্তাবনা-

১. আগামি বছরের জানুয়ারি মাসের ১২ তারিখ শুক্রবার সিরডাপ অডিটরিয়াম বা এমনতরো কোন স্থানে ৭ ও ৫ দফা দাবি নিয়ে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সমন্বয় কমিটিভুক্ত সকল সংগঠন, সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, সামরিক বেসামরিক আমলা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে জাতীয় সংখ্যালঘু কনভেনশন-র আয়োজন করা।

২. আগামি ১৬ বা ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ শুক্রবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে সমন্বয় কমিটিভুক্ত সকল সংগঠন ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের সংখ্যালঘুদের নিয়ে একটি বড় ধরনের সমাবেশ করা।

৩. আগামি ১৫ বা ২২ মার্চ, ২০১৮ তারিখ

পৃষ্ঠা ২

সম্প্রতি রংপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ঠাকুরগাঁয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের মানব বন্ধন ও সমাবেশ। ছবি: পরিষদ বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ও অত্যন্ত নাজুক

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা, উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তর করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের স্ব-স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ পূর্বক যথাযথ পুনর্বাসন করা হয়নি।

লারমা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের স্বার্থে চুক্তি-পরিপন্থী ও জুম্ম স্বার্থ বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে জুম্ম জনগণ আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি ২০১৬ সালে ঘোষিত দশ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল কার্যক্রম প্রতিরোধ করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন সুংগঠিত করা–এই তিনদফা আন্দোলনের ঘোষণা দেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শ রয়েছে। সে নীতি ও আদর্শকে ধারণ করে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবিড়ভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ জুম্মদেরকে চাঁদাবাজি, অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি সাজানো অভিযোগে অভিযুক্ত করে মিথ্যা মামলা দায়ের, ধরপাকড়, জেলে প্রেরণ, ক্যাম্পে আটক ও নির্যাতন, ঘরবাড়ি তল্লাসী ইত্যাদি নিপীড়ন-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী চক্র যারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে অস্থিতিশীল রাখতে চায় তারাই জনসংহতি সমিতির নামে কুৎসা রটায়। তাই উড়ো কথায় কান না দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে দেশের আপামর জনগণকে এগিয়ে আসার জন্যও আহ্বান জানান।

লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদেরকে যথাযথ ও সম্মানজনক পুনর্বাসনের পরিবর্তে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় সমতল জেলাগুলো থেকে বহিরাগত অভিবাসন অব্যাহত রয়েছে। সেটেলার বাঙালিরা রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল, নারীর উপর সহিংসতা, পার্বত্য চুক্তির বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িক তৎপরতা ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের আমলে ১১টি সাম্প্রদায়িক হামলাসহ পার্বত্য চুক্তি-উত্তর সময়ে অন্তত ২০টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হলো জুম্মদেরকে তাদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করা এবং জাতিগতভাবে নির্মূল করা।

তিনি আরও বলেন, চুক্তির 'খ' খণ্ডের ৩৪(ক) ধারা মোতাবেক 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন অন্যতম একটা বিষয়। এই খণ্ডের ২৬নং ধারায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত জায়গা-জমির বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় হস্তান্তর ও অধিগ্রহণ করা যাবে না বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। পক্ষান্তরে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির দোহাই দিয়ে ডেপুটি কমিশনারগণ অবৈধভাবে নামজারি, অধিগ্রহণ, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদানের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। বনায়ন ও সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ, সেনা ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং পর্যটনের নামে হাজার হাজার একর জমি বেদখল ও অধিগ্রহণ করা হচ্ছে যা সরাসরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির লঙ্ঘন।

তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ পূর্বের মতো শান্তি চুক্তির শর্তানুযায়ী চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ, ১৫টি ধারা আংশিক এবং অবশিষ্ট ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে বলে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাহাত্তরটি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এখনো দুই-তৃতীয়াংশ ধারা অবাস্তবায়িত অবস্থায় আছে। চুক্তি বাস্তবায়নের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে জনসংহতি সমিতির সভাপতির পক্ষ থেকে দু'বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যেসব বিষয় বাস্তবায়িত হয়নি তার বিবরণ সম্বলিত ১৮ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন এবং তৎসঙ্গে সহায়ক দলিল হিসেবে ১৬টি পরিশিষ্ট সংযুক্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।

কবে যে আঁধার কাটবে!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকের কাছে এ বিষয়টি তুলে ধরার সুযোগ হয়েছিল। তিনি তদন্ত কাজের অগ্রগতি জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। দৈনিক সমকাল অফিসে এক আলোচনা সভায় তিনি বলেন, তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে হলে অবশ্যই নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হবে। বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক আদর্শ অনুসরণ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটানো গ্রহণযোগ্য হবে না।

গৌর নদীর ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়, বরং দেশের সর্বত্রই এমন মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে আমরা দেখি। জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পোস্টিংয়ে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর করার জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ভূত তাড়ানো তো সহজ নয়। প্রকাশ্যে সামপ্রদায়িক উস্কানি দেওয়া হয়। পাঠ্যপুস্তক থেকে 'হিন্দু লেখকদের' লেখা বাদ দিতে চলে সুপরিকল্পিত অপপ্রচার। এর প্রতিবাদ আমরা দেখি। বলিষ্ঠ কণ্ঠও শুনি। আবার এমন অনেককে দেখি, যারা মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে সোচ্চার, কিন্তু বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার পদে পদে লঙ্ঘিত হলেও তার প্রতিবাদে একটি বাক্যও বলেন না।তাদের কাছে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা 'শত্রু সম্পত্তি' কোনো সমস্যা নয়। জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য-বঞ্চনা কোনো গুরুতর ঘটনা নয়। এ আঁধার কবে যে কাটবে!

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার

আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায়

৫ দফা

- কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কোনোপ্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে।
- যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।
- আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডাসহ ধর্মীয় সকল উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনোরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলসহ অন্যূন তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

এসব দাবি পূরণের লক্ষে

সারা দেশে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সভা, সমাবেশ মানবন্ধন, লং মার্চ ইত্যাদির মাধ্যমে মানবাধিকারের আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করুন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরী আশ্রম ট্রাস্ট, অনুভব, সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ, মাইনোরিটি রাইটস্ ফোরাম, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টার

ফরিদপুরের নগরকান্দায় সাম্প্রদায়িক হামলায় দুর্গা মূর্তি ভাংচুর

ছবি: পরিষদ বার্তা

নগরকান্দায় মন্দিরের মূর্তি ভাঙচুর

॥ নিজস্ব সংবাদদাতা ॥

ফরিদপুরের নগরকান্দা পৌরসভাধীন গাংজগদিয়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরের কয়েকটি মূর্তি ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার গভীর রাতে উপজেলা হাসপাতাল সংলগ্ন গাংজগদিয়ার সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে দুর্গা মূর্তিসহ আটটি মূর্তি ভাঙচুর করা হয়।

মন্দিরের সেবায়েত দুলাল বর্মন জানান, পরদিন সকালে তিনি পূজা দিতে গিয়ে দেখেন মন্দিরের সকল মূর্তির মুখ মণ্ডল ও অংশ বিশেষ ভাঙা।

মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি দিলীপ কুমার রায় বলেন, রাতের আধারে কে বা কারা এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে তা আমার জানা নেই।

থানা অফিসার ইনচার্জ এএফএম নাসিম বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি, তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

লাঙ্গলবন্দে নয়টি প্রতিমা ভাঙচুর হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক

॥ নিজস্ব সংবাদদাতা ॥

নারায়ণগঞ্জ বন্দরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান লাঙ্গলবন্দে ৫টি ঘরের ৯টি প্রতিমা ভেঙে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ১৮ ডিসেম্বর বিকেলে পূজা করতে গিয়ে প্রতিমা ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পান ভক্ত ও পূজারিরা। এ ঘটনায় লাঙ্গলবন্দ এলাকার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এ ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ মহানগর পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও লাঙ্গলবন্দ স্নান উৎসব কমিটির সদস্য শিখন সরকার শিপন বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

মহিলা ঐক্য পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন ১৯ জানুয়ারি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আগামি ১৯ জানুয়ারি ২০১৮ শুক্রবার সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের দ্বিতীয় ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যথাক্রমে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ্যাড. সুলতানা কামাল। একুশে পদক প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রতিভা মুৎসুদ্দী ও বিশিষ্ট আইনজীবী, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের প্রসিকিউটর ড. তুরিন আফরোজ এতে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের সাবেক সভানেত্রী সাবিত্রী ভট্টাচার্য ও সাবেক সাধারণ সম্পাদিকা মঞ্জু ধর সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন।

ঢাকা মহানগর সম্মেলন

এর আগে আগামি ৫ জানুয়ারি ২০১৮ শুক্রবার বেলা ১১.৩০টায় শিশু একাডেমী মিলনায়তনে বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদ ঢাকা মহানগর শাখার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকী এমপি। আমন্ত্রিত অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী সেলিনা হোসেন ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক ফরিদা ইয়াসমিন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন মহিলা নেত্রী বনশ্রী বিশ্বাস স্মৃতিকণা, বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের সভানেত্রী জয়ন্তী রায় ও সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়া সাহা ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মহিলা সম্পাদিকা মাধুরী চক্রবর্তী মিলি।

মহিলা ঐক্য পরিষদের জাতীয় সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রস্তুতি কমিটি ইতিমধ্যে নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হয়ে সম্মেলনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করছে। মহিলা ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেত্রীরা বলছেন, যে সকল জেলা ও মহানগরে মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও অদ্যাবধি নতুন কমিটি গঠিত হয়নি, সেখানে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি আশা করছে, আগামি জাতীয় সম্মেলনে প্রতিটি জেলা ও মহানগর কমিটি থেকে অন্যূন ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১০ জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ও অত্যন্ত নাজুক : লারমা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিবিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক ও অত্যন্ত নাজুক। জুম্ম জনগণ নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত এক চরম বাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে কঠিন জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যা রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় জুম্ম জনগণের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তাদের আর পেছনে যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির জন্য সরকারই দায়ী থাকবে বলেও তিনি দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেন।

গত ২৯ নভেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশকপূর্তি উপলক্ষে রাজধানীর সুন্দরবন হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। পার্বত্য শান্তি চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জ্যোতিবিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, মানবাধিকার কর্মী নুমান আহমেদ খান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের অর্থ সম্পাদক এন্ড্রু সলোমার প্রমুখ।

মূল বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সভাপতি জ্যোতিবিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা বলেন, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই দশক পূর্ণ হতে চললেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ বিষয়ই অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। অথচ ২০০৯ সালে সরকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলে সত্য বিগত ৯ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্ত্বেও বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত গোয়েন্দা বাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা ক্ষমতাসীন দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ভূমিকা পালন করে চলেছে। চুক্তিতে সকল প্রকার অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের বিধান থাকলেও এখনো চার শতাধিক ক্যাম্প পার্বত্যাঞ্চল বিদ্যমান রয়েছে। সেনাশাসন চলমান হেতু পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে যত্রতত্র সেনা অভিযান, তল্লাসী, ধরপাকড়, মারপিট, দমন-পীড়ন এবং বাক স্বাধীনতা ও সভা সমাবেশের উপর হস্তক্ষেপ ইত্যাদি চলছে। এছাড়াও তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, পর্যটন, মাধ্যমিক

পৃষ্ঠা ৭

সাম্প্রদায়িকতা রুখতে ঘুরে দাঁড়াও বাংলাদেশ

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন কঠিন। আরও সুকঠিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা সর্বস্তরে অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ ব্যবস্থার শিকড় সর্ব পর্যায়ে গভীরে প্রোথিত করা আর দীর্ঘমেয়াদী কর্তব্যটি পালন করতে হবে প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অনুসারী সকল দল, শক্তি ও ব্যক্তিদের। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার কাজ- সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে ন্যূনতম অভিন্ন কর্মসূচিতে জাতীয় আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে, এর বিকল্প নেই।

মুক্তিযুদ্ধ কখনও শেষ হয় না, এটি একটি বহমান ও চলমান প্রক্রিয়া।

লেখক: সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ ও সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

পার্বত্য শান্তি চুক্তির বার্ষিকী উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সংবাদ সম্মেলন

ছবি: পরিষদ বার্তা

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২